" স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের আসন - কর্মাতীত স্টেজ "

আজ বাপদাদা রাজ্য সভা দেখছেন। প্রতিটি বাচ্চা স্বরাজ্য অধিকারী নিজের নম্বর অনুসারে কর্মাতীত স্টেজের রাজসিংহাসনের অধিকারী । বর্তমানে সঙ্গমযুগী স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের আসন বলো বা সিংহাসন বলো , ঐ হল কর্মাতীত স্টেজ । কর্মাতীত অর্থাৎ কর্ম করেও কর্মের বন্ধন থেকে অতীত। কর্মের বশে বশীভূত নয় কিন্তু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা প্রতিটি কর্ম সম্পন্নকারী অধিকারী স্বরূপের নেশায় অবস্থিত আত্মা। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার নম্বর অনুসারে রাজ্য অধিকারের হিসেবে ক্রমানুযায়ী সভা দেখছেন। আসনও নম্বর অনুসারে এবং অধিকারও নম্বর অনুসারে । কেউ হল সর্ব অধিকারী এবং কেউ হল অধিকারী । যেমন ভবিষ্যতের বিশ্ব মহারাজা এবং মহারাজা -- এর মধ্যে তফাত রয়েছে। তেমনই এখানেও সর্ব কর্মেন্দ্রীয়ের অধিকারী অর্থাৎ সর্ব কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত - একেই বলা হয় সর্ব অধিকারী । আর অন্যরা সর্ব অধিকারী নয় , শুধু অধিকারী । তো দুটি নম্বরের আসনধারী সভা মন্ডল দেখছেন। প্রত্যেক রাজ্য অধিকারীর কপালে খুবই সুন্দর রঙীন মানিক চমকাচ্ছে । এই মানিক হল দিব্য গুণের। যত দিব্য গুণধারী হয়ে উঠবে মানিকের চমক কপালে দৃশ্যমান হবে। কারো বেশী কারো আবার কম আছে। চমকও সবার নিজের আলাদা রয়েছে । নিজের এমন রাজ্যসভার রাজ্য-অধিকারীর চিত্র নলেজের দর্পণে দেখতে পাও কি ? সবার কাছে দর্পণ আছে তো ? কর্মাতীত চিত্র দেখতে পাও তাইনা ? দেখছো কি নিজের চিত্র ? কতখানি সুন্দর এই রাজ্যসভা । কর্মাতীত স্টেজের আসন হল কতোটা শ্রেষ্ঠ আসন । এই স্টেজের অধিকারী আত্মারা অর্থাৎ আসনধারী আত্মারা বিশ্বের সামনে ইষ্ট দেবের রূপে প্রত্যক্ষ হবে। স্বরাজ্য অধিকারী সভা অর্থাৎ ইষ্ট দেবতার সভা । *সবাই নিজেদের এমন ইষ্ট দেব আত্মা ভাবো কি ? এমন পরম পবিত্র , সর্বের জন্যে দয়াশীল , সর্বের জন্যে মাস্টার বরদাতা , সর্বের জন্যে মাস্টার রুহানী স্নেহের সাগর , সর্বের জন্যে শুভভাবনার সাগর , এমন পূজ্য ইষ্ট দেবতা হলে তোমরা । সব ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে এইসব সংস্কার সমায়িত রয়েছে । কিন্তু ইমার্জ রূপে এখনও কম আছে। এখন এই ইষ্ট দেব রূপের সংস্কার ইমার্জ করো* । বর্ণনা করার সাথে স্মৃতি স্বরূপ সে-ই সমর্থ স্বরূপ হয়ে স্টেজে এসো। এই বছরে সর্ব আত্মারা যেন এই অনুভূতি করে যে যাদের আমরা খুঁজেছি , যে আত্মাদের আমরা চেয়েছি , যে আত্মাদের কাছে আমরা নিজেদের আশা রেখেছি , এরাই হল সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা । সবার মুখে বা সবার মনে যেন এই কথাই থাকে , যে এরাই হল তারা। যেন এমন অনুভব করে যে এদের সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া। যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে এদের দ্বারা-ই প্রাপ্ত হয়েছে। এরাই হল মাস্টার , গাইড , অ্যাঞ্জেল , ম্যাসেঞ্জার । ব্যাস্ , এরাই তারা , এরাই - এই ধ্বনি সবার অন্তরে যেন বেজে ওঠে। এই দুটি শব্দের ধ্বনি যেন থাকে - " এরাই হল তারা , ওরাই হল তারা "। পেয়েছি - পেয়েছি ..... এই খুশীতে তালি দেবে । এমন অনুভব করাও। এমন অনুভূতি করাতে বিশেষ অষ্ট শক্তি স্বরূপ , অলংকারী স্বরূপ প্রয়োজন । কিন্তু শক্তি স্বরূপা মা-এর স্বরূপে হতে হবে। আজকাল শুধুমাত্র শক্তি স্বরূপের দ্বারাও সন্তুষ্ট হবেনা বরং শক্তি স্বরূপা মাঁ । যাঁর প্রেমময় পালনার আধারে বাবার প্রতিটি বাচ্চা খুশীর দোলায় দুলবে , তখন বর্সার অধিকারী হতে পারবে। বাবার সঙ্গে মিলনের যোগ্য করে তুলতে তোমরা নিমিত্ত শক্তি রূপে এমন পবিত্র প্রেম আর নিজের প্রাপ্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠ পালনা দাও , যোগ্য করো অর্থাৎ যোগী রূপে পরিণত

করো । মাস্টার রচয়িতা রূপ ধারণ করতে পারো তো সবাই । অল্পকালের প্রাপ্তি করাতে যে নামধারী মহান আত্মারা রয়েছে , তারাও প্রেম সহ অনেক রচনা করেন কিন্তু পালনা করতে পারেননা তাই ফলোয়ার্স তৈরী হয় কিন্তু পালনা দিয়ে বড় করে বাবার সাক্ষাতকার করিয়ে অর্থাৎ বাবার অধিকারী যোগ্য আত্মা করে তোলা , এই কাজটি করতে পারেননা তাই ফলোয়ার্স রূপে থেকে যায় , সন্তান রূপে নয়। বাবার বর্সার অধিকারী হয়না। তেমনভাবেই তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও খুব তাড়াতাড়ি রচনা করে নাও অর্থাৎ নিমিত্ত হও কিন্তু প্রেম পূর্ণ পালনা দিয়ে ঐ আত্মাদের অবিনাশী বর্সার অধিকারী করা , এই সেবায় অনেক কম যোগ্য আত্মারা রয়েছে । *যেমন লৌকিক জীবনে মা সন্তানের পালনা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করে যাতে সে সদা যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে । সর্বদা যাতে সুস্থ থাকে সম্পত্তিবান থাকে। তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা জগৎমাতা হয়ে এক দুইজন আত্মার মা নয় , জগতের মা , বেহদের মা হয়ে , মন থেকে এমন শক্তিশালী করো যে সর্বদা আত্মারা যেন নিজেদের বিঘ্ন-বিনাশক , শক্তি সম্পন্ন হেল্দী এবং ওয়েল্দী অনুভব করে। এখন এইরকম পালনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে* । এমন পালনাকারী সংখ্যায় অনেক কম আছে। পরিবারের অর্থই হল প্রেম আর পালনার অনুভূতি করা । আত্মারা এইরকম পালনার জন্যে ব্যাকুল রয়েছে । তো বুঝলে - এই বছরে কি করতে হবে ?

*সবার মুখে যেন এই কথাই থাকে যে আমাদের কাছের আত্মীয়দের আমরা পেয়েছি। প্রথমে রিলেশনের অনুভূতি করাও তাহলেই কানেক্শন সহজেই ক্রিয়েট হয়ে যাবে। " আমাদের আপনজন - দের আমরা পেয়েছি " , এমন অনুভূতির ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে যাক। তবেই মুখে মুখে এই কথাই থাকবে - যাঁকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছিল তাঁকে পাওয়া হয়েছে। যেমন বাবাকে বিভিন্ন সম্বন্ধের আধারে তোমরা অধিকারী আত্মারা অনুভব করো । তেমনই কষ্টে থাকা আত্মারাও যেন এই অনুভব করে যে যা কিছু পাওনা ছিল , যা কিছু প্রাপ্য ছিল , এঁনাদের দ্বারা-ই প্রাপ্ত হবে । তারপর নাম অনেক রকমের বলবে । এমন বায়ুমন্ডলের নির্মাণ করো। মা- ও সন্তানকে পিতার পরিচয় স্বয়ং দেয়। মা নিজেই পিতার সঙ্গে সন্তানের পরিচয় করায়। শুধুমাত্র নিজের সঙ্গে যুক্ত না করে পিতার সঙ্গে অর্থাৎ শিববাবার সঙ্গে কানেক্শন জুড়ে দিতে হবে। *শুধু মা- মা করে এমন সন্তান তৈরী করবে না। বরং বাবা-বাবা করা শেখাবে*। বর্সার অধিকারী করে তুলবে। বুঝলে।

যেমন বাবার জন্যে সবার মুখে একটাই কথা থাকে - " আমার বাবা " । তেমনই তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্যে এই ভাবনা-ই যেন থাকে , যেন অনুভব হয় , যে এই আত্মা হল আমার মা। একেই বলে বেহদের পালনা। প্রত্যেকের জন্যে যেন আপনজনের অনুভূতি হয়। প্রত্যেকে যেন ভাবে এরা হল আমাদের শুভচিন্তক , সহযোগী সেবার সাথী। একেই বলে পিতার সমান স্বরূপ । এই স্থিতিকেই বলা হয় কর্মাতীত স্টেজের রাজসিংহাসনে আসীন । সেবার কর্মের বন্ধনেও কখনও যেন বাঁধা হয়ে যেওনা । আমার স্থান , আমার সেবা , আমাদের স্টুডেন্ট , আমাদের সহযোগী আত্মারা , এইসবও হল সেবার কর্মের বন্ধন । এই কর্মবন্ধন থেকেও কর্মাতীত। তো বুঝেছ - এই বছরে কি করণীয় ? কর্মাতীত হতে হবে এবং "ইনিই হলেন সেই , ইনিই হলেন সবকিছু " এই অনুভব করিয়ে আত্মাদের কাছে আনো। ঠিকানায় আনতে হবে। নিজের বিষয়ে আর সেবার বিষয়েও শোনানো হয়েছে। আচ্ছা - সবার সংকল্প ছিল কিনা যে এখন কি করতে হবে? কিসের ঢেউ ছড়িয়ে দিতে হবে । আচ্ছা ।

এমন স্বরাজ্য অধিকারী , কর্মাতীত স্টেজের রাজসিংহাসনে আসীন , সকলকে কাছের অনুভবকারী , বেহদের প্রেমপূর্ণ পালনা দাতা স্বরূপ , এমন ইষ্ট দেব আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

শক্তি সেনাকে দেখে বাবা আনন্দিত হচ্ছেন। শক্তিরা সর্বদা বাবার সাথী তাই গায়নও আছে শিবশক্তি । শক্তিদের সাথে বাবারও স্মৃতিচিন্হ রয়েছে , তাহলে কম্বাইন্ড হলে তাইনা । শক্তি শিব থেকে পৃথক নয় , শিব শক্তি থেকে পৃথক নয়। এমন কম্বাইন্ড । এক একজন হলে জগৎজিত , কম নয়। সম্পূর্ণ জগতের উপর বিজয় লাভ করো। জগতের উপরে রাজত্ব করবে তো নাকি ! ঐ সেনাতে সৈন্যদল থাকে , দুই দল , চারটি দল। এখানে হল বেহদ । বেহদের বাবার সেনা আর বেহদের উপরে বিজয়লাভ । বাপদাদারও আনন্দ হয় , এক একটি বাচ্চা হল বেহদের মালিক, হদের নয় ।

সব বাচ্চারাই বাবার কথা বলার মুখ তাইনা ? বাবার মুখ অর্থাৎ মুখ দ্বারা বাবার পরিচয় দাতা স্বরূপ তাইজন্যই তো গো-মুখের গায়ন রয়েছে । সর্বদা মুখে যেন বাবা-বাবা শব্দটি থাকে , তাহলেই তো মুখের গুরুত্বও বেড়ে গেল কিনা।

বাপদাদা সব বাচ্চাদের বাবার ঘরের এবং বাবার নিজের শৃঙ্গার বলেন, তাহলে বাবার ঘরের শৃঙ্গার যাচ্ছে , অন্যদের শৃঙ্গার করাতে। কতোজনের শৃঙ্গার করে আনবে ? এক- এককে বাবার সামনে ফুলের তোড়া আনতে হবে। সব রত্ন গুলিই অমূল্য কারণ বাবাকে জেনে যাওয়া আর বাবার কাছে সবকিছুই প্রাপ্ত করা। তো সদা নিজেকে এমন খুশীতে রাখবে আর সবাইকেই এই খুশীর দান করবে। আচ্ছা ।

সঙ্গমযুগ হলই চলার এবং চালানোর যুগ। কোনও কথায় থামবেনা । চলাতেই নিজের এবং সর্বের কল্যাণ নিহিত আছে। সঙ্গমে বাপদাদা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছেন কারণ এইসময়েই বাবা বাচ্চাদের সামনে হাজির থাকেন। স্মরণ করলে আর তিনি হাজির হয়ে যান। দেখেও দেখবেনা , শুনেও শুনবেনা , বাবার শুনে শুনে চলতে থাকো । আচ্ছা ।

লন্ডন গ্রুপের সঙ্গে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার (৮ - ১ - ৮২)

আজ বিশেষ লন্ডন নিবাসী বাচ্চাদের সঙ্গে মিলনের খাতিরে এসেছেন । এমনিতে সবাই হল বাপদাদার সদা প্রিয় , সবাইকেই বিশেষ মিলনের চান্স প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু আজ হল নিমিত্ত লন্ডন নিবাসীদের সঙ্গে মিলনের প্রোগ্রাম । লন্ডন নিবাসী বাচ্চারা সেবার বিষয়ে হৃদয় ও প্রাণ , নিষ্ঠ ও প্রেম দ্বারা নিজের সহযোগ দিয়েছে আর দিতেই থাকবে। নিজের উড়ন্ত স্থিতির অর্থাৎ উড়ন্ত কলার প্রতি ভালো অ্যাটেন্সন আছে। নম্বর অনুযায়ী তো রয়েছেই । তবুও পুরুষার্থের গতি ভালই আছে। (একটি পাখি ক্লাসে উড়ে এল) সবাই ওড়া দেখে খুশী হচ্ছো । এমনভাবেই নিজের উড়ন্ত কলা কতোটা প্রিয় হবে। যখন উড়ছো তখন হলে ফ্রী , স্বাধীন । আর উড়ন্ত স্থিতির পরিবর্তে যখন নীচে এসে যাও তখনই বন্ধনে জড়িয়ে যাও। উড়ন্ত কলা অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত , যোগযুক্ত । তাহলে লন্ডন নিবাসী কি ভাবে ? উড়ন্ত কলা রয়েছে তো ? নীচে এসে যাওনা তো ? যদি নীচে এসেও পড়ো তাও নীচে অবস্থিত আত্মাদের উপরে নিয়ে যেতে , অন্য কারণে নয়। যারা নীচের স্টেজে স্থিত রয়েছে তাদের সাহস এবং উল্লাস প্রদান করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সেবার জন্যে নীচে এসে

উপরে ফিরে যাওয়ার প্র্যাক্টিস আছে কি ? কি ভাবছো ? লন্ডন নিবাসী গ্রুপ হল সর্বদা সদা দেহ এবং দেহের দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে ডিট্যাচ এবং সর্বদা বাবার প্রিয় । একেই বলা হয় পদ্ম ফুলের মতন হওয়া। সেবায় মগ্ন থেকেও ডিট্যাচ এবং প্রিয় হয়ে থাকা। তাহলে ডিট্যাচ এবং লাভলী গ্রুপ তো নাকি ? লন্ডনের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বের সেবাকেন্দ্র গুলির সম্বন্ধ রয়েছে । তাহলে লন্ডন নিবাসী এই সেবার বৃক্ষের ফাউন্ডেশান হল কিনা। ফাউন্ডেশান দুর্বল হলে সম্পূর্ণ বৃক্ষ দুর্বল হয়ে যাবে তাই ফাউন্ডেশানকে সর্বদা নিজের উপরে সেবার দায়িত্ব সহ অ্যাটেনশান রাখতে হবে। এমনিতেই প্রত্যেকের উপরে নিজের এবং বিশ্বের সেবার দায়িত্ব রয়েছেই । সেইদিন শোনানো হয়েছিল যে সবাই হল দায়িত্বশীল মুকুটধারী । তবুও আজ লন্ডন নিবাসী বাচ্চাদের বিশেষ অ্যাটেন্সন দেওয়ানো হচ্ছে । এই দায়িত্বের মুকুট সর্বদা ডবল লাইট স্বরূপ প্রদান করে। ভারী মুকুট নয় । সবরকমের ভার মিটিয়ে দেয়। অনুভবী তো হয়েইছো যখন তন-মন-ধন , মন্সা-বাচা-কর্মণা সর্বরূপেই সেবাধারী হয়ে সেবায় বিজি থাকো তো সহজেই মায়াজিত , জগৎজিত হয়ে যাও। দেহের ভান স্বত:ই , সহজেই ভুলে থাকতে পারো , পরিশ্রম করতে হয়না। অনুভব আছে কি ? সেবার সময়ে বাবা এবং সেবা ছাড়া আর কিছুই মাথায় থাকেনা। খুশীতে নাচতেই থাকো। তাহলে এই দায়িত্বের মুকুট হল হাল্কা তাইনা ? অর্থাৎ হাল্কা অনুভব করায় এমন মুকুট তাই বাপদাদা সব বাচ্চাদের রুহানী সেবাধারী নামের টাইটেল-টি বিশেষ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । বাপদাদাও রুহানী সেবাধারী হয়ে সেবা করতে আসেন। তো যেই রূপ বাবার সেই স্বরূপটি বাচ্চাদের । তাহলে সবাই ডবল বিদেশী মুকুটধারী হয়েছ তো তাইনা ? বাবা সমান সর্বদা রুহানী সেবাধারী । চোখ খুলতেই , মিলনের উৎসব পালন করে সেবার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছ। সুপ্রভাত দিয়ে সেবা আরম্ভ হয় আর শুভরাত্রি পর্যন্ত সেবা আর সেবা চলে। যেমন নিরন্তর যোগী , তেমনই নিরন্তর রুহানী সেবাধারী । *সেই সেবা কর্ম দ্বারা করো তবু কর্ম দ্বারা আত্মাদেরকে রুহানী শক্তি প্রদান করো কারণ কর্মের সাথে মন্সা সেবাও করছো। তো কর্মণা সেবার দ্বারাও রুহানী সেবা - ই করো। ভোজন তৈরী করার সময়ে রুহানীয়তের (রুহ-এর নিয়ৎ = আত্মার স্বভাব বা স্বধর্মে স্থিত) শক্তি ভোজনে ভরে দাও ফলে ভোজন ব্রহ্মা-ভোজনে পরিণত হয়ে যায় , শুদ্ধ অন্নের ভোজনে পরিবর্তিত হয়। প্রসাদের রূপে পরিণত হয়। তো স্থূল সেবায়ও রুহানী সেবা ভরা রয়েছে । এমন নিরন্তর সেবাধারী , নিরন্তর মায়াজিত স্বরূপে , বিঘ্ন-বিনাশক রূপে পরিণত হয়*। তাহলে লন্ডন নিবাসীরা হল কে ? নিরন্তর সেবাধারী । লন্ডনে মায়া আসে নাকি মায়াকেও লন্ডন ভালো লাগে ? আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদান : নিমিত্ত ভাবের অভ্যাস দ্বারা নিজের এবং সকলের উন্নতি করে , এমন নেয়ারে এবং পেয়ারে (ডিট্যাচ ও লাভলী) ভব ।

ব্যাখ্যা : নিমিত্ত হওয়ার পার্ট সর্বদা নেয়ারা পেয়ারা অর্থাৎ ডিট্যাচ এবং প্রিয় রূপে পরিণত করে। যদি নিমিত্ত ভাবের অভ্যাস স্বত:তই এবং সহজ হয় তবে নিজের উন্নতি এবং সকলের উন্নতি প্রতিটি পদক্ষেপে সমায়িত রয়েছে । ঐ আত্মাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ধরনীতে নয় কিন্তু স্টেজের উপরে রয়েছে । নিমিত্ত আত্মাদের সর্বদা এই স্মৃতি স্বরূপে থাকে যে তারা বিশ্বের সামনে বাবার সমান উদাহরণ স্বরূপে রয়েছে ।

শ্লোগান : সুখদাতার সন্তান সর্বদা সুখের ঝুলায় ঝুলতে থাকো , দুঃখের প্রবাহে এসো না ।

---

*তপস্বী মূর্ত হও :
নিজের তপস্বী স্বরূপ দ্বারা নিজের পুরানো অবশেষ রূপী বিকর্ম গুলি ভস্ম করো , তারই সঙ্গে প্রতিটি আত্মার তমোগুণী সংস্কার এবং প্রকৃতির তমোগুণ ভস্ম করতে সকাশ প্রদানের সেবা করো। যেমন চিত্রে শংকরের তপস্বী স্বরূপ দেখান হয়েছে , তেমনই একরস স্থিতির আসনে বিরাজিত হয়ে নিজের তপস্বী রূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখাও* ।